**তোশাখানা জাদুঘর শুভ উদ্বোধন**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**আগারগাঁও, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ১৫ নভেম্বর ২০১৮**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম**

**অনুষ্ঠানের সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**কূটনীতিকবৃন্দ ও**

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী,**

 **আসসালামু আলাইকুম।**

**তোশাখানা জাদুঘর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি ’৭৫-এর ১৫ই আগস্ট কালরাতে শাহাদাৎবরণকারী শহিদদের।**

 **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল রাষ্ট্রীয় তোশাখানা স্থাপন। ১৯৭২ সালের ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫ম মন্ত্রিসভা বৈঠকের ১১ ক্রমিকের রাষ্ট্রীয় তোশাখানা বিষয়ক সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতাংশ ছিল: “**All gifts received by the Ministers and Officials in their official capacity should be deposited in the Government Toshakhana located in Cabinet Division**” অর্থাৎ মন্ত্রী ও সরকারি কর্মচারীগণকে তাঁদের দাপ্তরিক মর্যাদায় প্রাপ্ত সকল উপহার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন রাষ্ট্রীয় তোশাখানায় জমা প্রদান করতে হবে।**

 **সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য এ ধরনের সুনির্দিষ্ট অনুশাসন বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার অনন্য উদাহরণ।**

উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

 **বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে প্রণীত রাষ্ট্রীয় তোশাখানা বিধিমালায় তোশাখানায় রক্ষিত উপহারসামগ্রী জনসাধারণকে প্রদর্শনের জন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে, সম্ভব হলে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে রাষ্ট্রীয় তোশাখানা স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।**

 **আমার কাছে মনে হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাপ্ত সুন্দর সুন্দর উপহার সামগ্রীসমূহ এই তোশাখানায় সংরক্ষিত হলে খুব অল্প সংখ্যক লোকজনই তা দেখার সুযোগ পাবে। তারচেয়ে সংরক্ষিত কোন ক্যাম্পাসে তোশাখানার একটি নিজস্ব ভবনে সুন্দরভাবে তা প্রদর্শিত হলে এবং জনগণের জন্য তা উন্মুক্ত করে দিলে, সুস্থ বিনোদনের পাশাপাশি ইতিহাস ও শিক্ষার একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। সেই বিবেচনায় আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাছাকাছি তোশাখানা জাদুঘরটি বিজয়সরণিতে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর প্রকল্পের আওতায় নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছি।**

**এটি আমার একটি স্বপ্নের প্রকল্প। এর বিন্যাসের অ্যানিমেশন ভিডিও আমি এ বছরের ১৮ই জানুয়ারি দেখেছি। আমার দিক নির্দেশনায় আমি বলেছিলাম, এটি হতে হবে আন্তর্জাতিক মানের। সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ যন্ত্রে ডি-হিউমিডিফায়ার থাকতে হবে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা হতে হবে যথাযথ। ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থা হবে অত্যাধুনিক। লাইটিং হতে হবে উন্নত দেশের জাদুঘরসমূহের লাইটিং এর মত যাতে করে প্রদর্শিত উপহার সামগ্রীগুলোর রং সঠিকভাবে বোঝা যায় এবং সুরক্ষিত থাকে। আমি তোশাখানার উপরে একটি সুদৃশ্য ডোম স্থাপনেরও পরামর্শ প্রদান করি।**

**জাতির পিতা তোশাখানা নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, এই দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল। এজন্য প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সামরিক সচিব জেনারেল আবেদীনকে, যিনি আমার নির্দেশনার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি নিবিড়ভাবে তদারকি করেন।**

প্রিয় সুধী,

 **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সময়োপযোগী, জনকল্যাণকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, আমরা ২০২১ সালে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি।**

 **বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২১.৮% এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১১.৩%-এ দাঁড়িয়েছে।**

 **আমাদের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলার। শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশ। দেশের ৯০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে এবং আশা করছি, স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা শতভাগে উন্নীত হবে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়। জনগণের গড় আয়ু বেড়ে ৭২ বছর হয়েছে।**

 **ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। সারাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ শুরু করেছি।**

**অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। উন্নয়নের ৯০ ভাগ কাজই নিজস্ব অর্থায়নে করছি। একটানা ১০ বছর আওয়ামী লীগ সরকারে থাকার কারণে তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফলটা পাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। দেশের এই অগ্রযাত্রা যেন ব্যাহত না হয়, এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে হয়ে সকলকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।**

সুধিবৃন্দ,

**তোশাখানা জাদুঘর উদ্বোধনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর একটি স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাপ্ত উপহারসামগ্রী দর্শনের জন্য জনগণের কৌতূহল থাকে। তোশাখানা জাদুঘর নির্মিত হওয়ায় এখন জনগণ সহজেই এসব উপহারসামগ্রী দেখতে পারবেন। আমি বিশ্বাস করি যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সুন্দরভাবে তোশাখানাটি সংরক্ষণ ও পরিচালনা করবে। গ্যালারিগুলো সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখার পাশাপাশি উপহার সামগ্রীসমূহের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। সাধারণ জনগণ বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যেন এই জাদুঘরে এসে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা নিতে পারে তার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।**

**আমি তোশাখানা জাদুঘর- এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।**

 **সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

...